سورة التكاثر

সূরা তাকাছুর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ﴿٦﴾
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফিল রাখে, (২) এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। (৩) এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে, (৪) অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। (৫) কখনওই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (৭) অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পার্থিব সম্পদের) বড়াই তোমাদেরকে (পরকাল থেকে) গাফিল করে রাখে; এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও [অর্থাৎ মরে যাও—(ইবনে কাসীর)] কখনই নয়, (অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ বড়াই করার যোগ্য নয় এবং পরকাল গাফিল হওয়ার উপযুক্ত নয়)। যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রমাণাদিতে চিন্তা ও মনোনিবেশ করতে এবং এ বিষয়ে প্রত্যয় অর্জন করতে, তবে কখনও বড়াই করতে না এবং পরকাল থেকে উদাসীন হতে না)। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (আবার বলি) তোমরা অবশ্যই তা দেখবে দিব্য প্রত্যয়ে। কেননা, এই দেখা প্রমাণাদির পথে হবে না, যাতে প্রত্যয় অর্জনে সামান্য বিলম্ব হতে পারে বরং এটা দিব্য দৃষ্টিতে দেখা হবে। (চাক্ষুষ দেখাকে এখানে দিব্য প্রত্যয়ে দেখা বলা হয়েছে)। অতঃপর (আবার শুন) তোমরা অবশ্যই সেদিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের হক ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে আদায় করেছ কিনা—এ প্রশ্ন করা হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ—تَكَاثُرٌ শব্দটি থেকে كَثْرَةٌ উদ্ভূত। অর্থ প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) এ তফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ্ (র) এ অর্থই করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এর অর্থ অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা।—(কুরতুবী)

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ—এখানে কবরস্থান যিয়ারত করার অর্থ মরে কবরে পৌঁছা। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ حتى يأتيكم الموت—(ইবনে কাসীর) অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ-গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফিল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোন চিন্তা তোমরা কর না এবং এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায়। আর মৃত্যুর পর তোমরা আযাবে গ্রেফতার হও। একথা বাহ্যত সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, যারা ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শিখখীর (রা) বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট পৌঁছে দেখলাম, তিনি أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ তিলাওয়াত করে বলছিলেন ঃ

يقول ابن آدم مالي مالي لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت أو تصدقت فامضيت وفي رواية لمسلم وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس -

মানুষ বলে, আমার ধন, আমার ধন অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই, যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে—তুমি অপরের জন্য তা ছেড়ে যাবে।—(ইবনে কাসীর, তিরমিযী, আহমদ)

হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لاحب ان يكون له واديان ولن يملاء فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب -

আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না; বরং) দু'টি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করে, আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করেন—(বুখারী)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন : আমরা সূরা তাকাছুর নাযিল হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত হাদীসকে কোরআন মনে করতাম। মনে হয়—রসূলুল্লাহ্ (সা) أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় উপরোক্ত উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোন কোন সাহাবী তাঁর উক্তিকেও কোরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে যখন সম্পূর্ণ সূরা সামনে আসে, তখন তাতে এসব বাক্য ছিল না। ফলে প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে যে, এগুলো ছিল তফসীরের বাক্য।

لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ — لو-এর জওয়াব এ স্থলে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لما الهاكم التكاثر—উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কিয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে, তবে কখনও প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ—উপরে বলা হয়েছে عين اليقين-এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মূসা (আ) যখন তূর পর্বতে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তূর পর্বতেই তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মূসা (আ)-র মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।—(মাযহারী)

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ — অর্থাৎ তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌প্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না এবং পাপ কাজে ব্যয় করেছ কি না? তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নিয়ামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কোরআনের অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে : — إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا এতে মানুষের শ্রবণশক্তি হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নিয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। বলা হবেঃ আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দেইনি, আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি পান করতে দেইনি?—(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আদায় না করা পর্যন্ত হাশরের মাঠে কেউ স্বস্থান ত্যাগ করতে পারবে না—এক. সে তার জীবনের দিনগুলো কি কি কাজে নিঃশেষ করেছে? দুই. সে তার যৌবনশক্তিকে কি কাজে ব্যয় করেছে? তিন. সে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল তা বৈধ পন্থায়, না অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে? চার. সে সেই ধনসম্পদ কোথায় কোথায় ব্যয় করেছে? পাঁচ, আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌ম অনুযায়ী সে কতটুকু আমল করেছে?—(বুখারী)

তফসীরবিদ ইমাম মুজাহিদ (র) বলেনঃ কিয়ামতের দিন এ ধরনের প্রশ্ন প্রত্যেক ভোগবিলাস সম্পর্কে করা হবে, তা পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ বাসস্থান সম্পর্কিত ভোগবিলাস হোক কিংবা সন্তান-সন্ততি, শাসনক্ষমতা অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কিত ভোগবিলাস হোক। কুরতুবী এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলেনঃ এটা একান্ত যথার্থ যে, কোন বিশেষ নিয়ামত সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে না।

সূরা তাকাছুরের বিশেষ ফযীলতঃ রসূলে করীম (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কারও এমন ক্ষমতা নেই যে, এক হাজার আয়াত পাঠ করবে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেনঃ হ্যাঁ, এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনের আছে! তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাছুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য এই যে, দৈনিক এই সূরা পাঠ করা এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান।—(মাযহারী)